এইসব আলোচনা থেকে, তুলনামূলক শিক্ষার যে সংজ্ঞা গড়ে তোলা যায়, তা সংক্ষেপে এই ঃ

(১) শিক্ষার ইতিহাসকে বর্তমান পর্যন্ত বিস্তৃত করে নিয়ে, তার বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণধর্মী সমীক্ষাই তুলনামূলক শিক্ষার উপজীব্য।

(২) বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য ঘটে যে সব জাতীয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক কারণ ও শক্তির জন্য, তাদের বৈশিষ্ট্য ও পারস্পরিক মিল অমিলের ক্ষেত্রগুলিকে আবিষ্কার করাই তুলনামূলক শিক্ষার কাজ।

(৩) একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বা সমস্যা সমাধানের জন্য, যে বিদ্যায় বিভিন্ন দেশের শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষা প্রযুক্তি ও শিক্ষা সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি বিষয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণের দ্বারা ব্যাপক ও গভীর ধারণা গড়ে তোলা যায়, তাকে তুলনামূলক শিক্ষা বলা যায়।

এবং তুলনামূলক শিক্ষার ধারণা আমরা পাই, তার এলাকাকে সংক্ষেপে এইভাবে চিহ্নিত করা যায় ঃ

(ক) জাতীয় উন্নয়নের প্রয়াসে শিক্ষার মূল্য অনুসন্ধান;

(খ) বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, তথ্য সংগ্রহ, উপাদান চিহ্নিতকরণ, উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের মাধ্যমে কিছু তথ্য ও নীতিনিয়মের অনুসন্ধান;

(গ) জাতীয় চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে, জাতীয় সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটের বিচারে শিক্ষার বিভিন্ন প্রণালীর রূপায়ণ ও পুনর্গঠন;

(ঘ) রাষ্ট্রের সমাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বৌদ্ধিক পরিবেশের উন্নয়নের জন্য বিদেশী শিক্ষাপ্রণালীগত উপাদান সমূহের বিচার ও ব্যবহার;

(ঙ) সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জাতীয় বৈশিষ্ট্য, ভৌগোলিক অস্তিত্ব, সংস্কৃতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস - এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এক ক্রমোন্নত শিখন বিজ্ঞানের রূপায়ণ;

(চ) তুলনা বিচারের দ্বারা শিক্ষার দার্শনিক, মনোবৈজ্ঞানিক, সাংগঠনিক, শিক্ষাপদ্ধতিগত বিভিন্ন উপাদানের বিশ্লেষণ;

(ছ) বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিষয়ক সমস্যাগুলির ও তাদের সমাধান প্রয়াসে গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থার বিজ্ঞাননির্ভর তুলনাধর্মী বিশ্লেষণ ও কার্যকারিতা বিচার;

(জ) পরিসংখ্যান নির্ভর বিশ্লেষণ ঃ

বিভিন্ন দেশের জাতীয় আয়, শিক্ষার জন্য বরাদ্দ মোট জাতীয় ব্যয়, মাথাপিছু

EDMI NOTE 9 PRO MAX

শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

সুতরাং বলা যায় যে, তুলনামূলক শিক্ষার পরিধি ব্যাপক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তুলনামূলক শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষানীতির এবং শিক্ষাগত সমস্ত দিকেরই বিকাশ ঘটে থাকে।

এই দিক থেকে বিচারে তুলনামূলক শিক্ষার পরিধিগুলি হল নিম্নরূপ—

(ক) **সমাজবিদ্যা** ঃ বিভিন্ন দেশের সমাজ ব্যবস্থা, তাদের গণতান্ত্রিক কাঠামো, তাদের প্রশাসনিক স্তর বিন্যাস ইত্যাদি সেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। সুতরাং শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনার জন্য বিভিন্ন দেশের সমাজব্যবস্থার ও তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন।

(খ) **দর্শন** ঃ দর্শন শিক্ষার পদ্ধতি উদ্দেশ্য ইত্যাদি প্রণয়ন করে। শুধু তাই নয়, দর্শন মানুষের জীবন যাপনের কৌশলও ঠিক করে দেয়। সুতরাং বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যই সেই দেশের মানুষের জীবন দর্শনের উপর নির্ভরশীল হবে সেকথা বলা বাহুল্য।

(গ) **পরিসংখ্যান** ঃ পরিসংখ্যান সবসময় যেকোনো বিষয়েরই বিশ্লেষণে সাহায্য করে। আর তুলনামূলক শিক্ষা যেহেতু একটি বিশ্লেষণাত্মক বিষয় সেহেতু সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্য ছাড়া তা অসম্পূর্ণ।

(ঘ) **ইতিহাস-ভূগোল** ঃ ইতিহাসের ধারা একটি শিক্ষাব্যবস্থাকে বিভিন্ন যুগের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করে। শিক্ষার ক্রমবিকাশের পথে যে অতীতকে আমরা মুছে দিতে পারি না একথা সর্ব্বজন স্বীকৃত সত্য। ভৌগোলিক দিক থেকে কোনো দেশ বা অঞ্চলের নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সীমারেখা আছে। দেশের জনসংখ্যা দারিদ্র ইত্যাদি সেই দেশের ভূগোলের উপর নির্ভরশীল। আবার শিক্ষা পারে এই সমস্যাগুলি সমাধান করতে। তাই ইতিহাস-ভূগোলের জ্ঞান ছাড়া কোনো দেশের শিক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায় না।

(ঙ) **মনোবিজ্ঞান** ঃ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবেই মনস্তাত্ত্বিক। শিক্ষার সাথে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য। সুতরাং বিভিন্ন দেশের শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনায় সেইসব দেশের মানুষের বুদ্ধি, আচরণ, শিখন সামর্থ্য, ব্যক্তিত্ব, সংঘাত, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি জিনিসগুলি অবধারিত ভাবেই এসে পড়ে।

EDUNOTES PROMAX

(চ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ঃ উন্নত শিক্ষাপদ্ধতি সবসময় উন্নত প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং তুলনামূলক শিক্ষায় বিভিন্ন দেশের শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষার উপকরণ, দূরবর্তী শিক্ষা, শিক্ষার মাধ্যম ইত্যাদি সর্বদাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর হয়।

1.4 তুলনামূলক শিক্ষার পদ্ধতি (Method of Comperative Education)

তুলনামূলক শিক্ষার ক্ষেত্র (Fields of Comparative Education)

তুলনামূলক শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল—

1. **অবস্থানের মধ্যে তুলনা (Comparison of places):** ভৌগোলিক এবং অবস্থানগত দিক থেকে তুলনামূলক অনুসন্ধানের মধ্যে দারুণভাবে প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়। অঞ্চলভেদেও এটি লক্ষ করা যায় যে, দুটি দেশ সাধারণ ফ্রেমওয়ার্ক গঠনের মাধ্যমে শিক্ষা ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক, বোঝাপড়া এবং একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।
2. **পদ্ধতি (Systems):** তুলনামূলক গবেষণার দ্বারা শিক্ষাব্যবস্থার আন্তর্জাতিক বা Cross-national সংক্রান্ত বিষয়ে তুলনা করা হয় বিভিন্ন প্যারামিটার বা স্থিতিমাপের মাধ্যমে।
3. **সংস্কৃতির মধ্যে তুলনা (Comparing Cultures):** **মার্ক মাসন** পর্যবেক্ষণ করেন যে, সংস্কৃতি জুড়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণ শিক্ষাক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক পার্থক্য সম্পর্কে প্রকৃত সত্য খুঁজে বার করে।

4. নিয়মনীতির তুলনা (Comparing Policies): ইয়াং রুই বলেছেন, শিক্ষার নিয়মনীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত বিষয় আলোচনা করা হয়।
5. বিভিন্ন দেশের শিক্ষার পাঠক্রমের মধ্যে তুলনা করা।
6. শিক্ষাসংগঠন এবং প্রশাসনের মধ্যে তুলনা।
7. শিক্ষার্থীর শিখনের বিভিন্ন পদ্ধতির তুলনা।
8. মূল্যবোধের মধ্যে তুলনা।
9. নির্বাচিত দেশে নিত্যনতুন শিক্ষাসংক্রান্ত নীতির তুলনা।
10. শিক্ষাক্ষেত্রে ICT বা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির তুলনা।
11. অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয়ের তুলনা।
12. পাঠ্যপুস্তক তৈরি, নির্বাচন, বিতরণ এবং মূল্যের মধ্যে তুলনা করা।
13. শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ এবং অর্থায়ন পদ্ধতির তুলনা।
14. শিক্ষক প্রস্তুতি (Preparation) এবং কর্মরত বা চাকুরিরত প্রশিক্ষণের মধ্যে তুলনা করা।
15. শিক্ষাগত পারদর্শিতার তুলনা।

তুলনামূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা/গুরুত্ব/উদ্দেশ্য (Necessity/Importance/Purpose of Comparative Education)

মানব ইতিহাসের সূচনাকাল থেকেই তুলনামূলক শিক্ষার ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষকে পুরুষ ও স্ত্রী এই দুটি লিঙ্গের ভিত্তিতে পার্থক্য করা হয়েছে। ক্রমে মানুষের জীবনযাত্রার তুলনামূলক উন্নতি তাদের জীবনে গুরুত্ব পেয়েছে। সংস্কারক ও শিক্ষাবিদরা শিক্ষার পরিধির উন্নতির জন্য তাদের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে অন্যান্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থার তুলনা করেন।

তুলনামূলক শিক্ষার ক্ষেত্রটি UNESCO-এর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প ও বিভিন্ন দেশের জাতীয় শিক্ষামন্ত্রক দ্বারা সমর্থিত। ***Getao*** (1996)-এর মতে, "Comparative Education as a discipline, the study of educational systems in which one seeks to understand the similarities and differences among educational systems."

বিশ্বের যে-কোনো দেশের শিক্ষক ও শিক্ষা সংস্কারকদের সুচারু দৃষ্টিকোণ থেকে তুলনামূলক শিক্ষার অনেক ধরনের কারণ লক্ষ করা যায়। তুলনামূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্বগুলি নিম্নরূপ—

1. বর্ণনা (Description)

তুলনামূলক শিক্ষার সবচেয়ে প্রধান উপযোগিতা হল শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষণ পরিমণ্ডলীর বর্ণনা করা। জ্ঞানার্জন মানবপ্রকৃতির একটি অংশ এবং এই জ্ঞানার্জনের সন্তুষ্টি ঘটিয়ে তাদের সামাজিক পেক্ষাপটে বর্ণনা করা হয়। এই প্রসঙ্গে **বেরিড**-এর মন্তব্য হল—"The

foremost justification for comparative education is intellectual (humans) study, comparative education because they want to know."

2. বোধগম্যতা/সিদ্ধান্ত/ব্যাখ্যাকরণ (Understanding/Interpreting/Explaining)

তুলনামূলক শিক্ষা আরও বেশি করে বোধগম্যতার প্রয়োজনীয়তার সন্তুষ্টি ঘটায় অর্থাৎ শিক্ষাব্যবস্থার বর্ণনা এবং প্রাসঙ্গিক চাপ বা বাধাবিপত্তি যা শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে তার সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করে। বিপরীতভাবে শিক্ষাব্যবস্থা যদি সামাজিক পরিকাঠামোয় তৈরি হয় এবং নিমজ্জিত থাকে তাহলে তুলনামূলক শিক্ষা বেশি করে সামাজিক ও সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটায়। ***Noah*** (1986)-র মতে, "Education as the touch stone of society." অর্থাৎ সমাজের কষ্টিপাথর বা পরশপাথর হিসেবে শিক্ষা এই কথাটি খুবই প্রযোজ্য। এই পরিপেক্ষিতে বহুসংস্কৃতি সমৃদ্ধ সমাজ এবং আন্তঃসংস্কৃতি শিক্ষায় তুলনামূলক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

3. মূল্যায়ন (Evaluation)

তুলনামূলক শিক্ষা শিক্ষাব্যবস্থার মূল্যায়ন করে অর্থাৎ নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা এবং তার পাশাপাশি শিক্ষাব্যবস্থার সর্বজনীন মূল্যায়নের উদ্দেশ্যগুলিকে সম্পূর্ণ করে। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বায়নের যুগে গার্হস্থ্য (Domestic) শিক্ষা প্রকল্পের একটি বড়ো অংশের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং এই গবেষণার বর্ধিত রূপ হল PISA (Programme for International Student Assessment) ও IEA (International Educational Assessment) এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের আন্তর্জাতিক স্থানাধিকার। সর্বজনীন শিক্ষামূল্যায়নের মাধ্যমে বোঝা যায় বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থা কীভাবে বাধাবিপত্তি কাটিয়ে এগিয়ে চলেছে এবং তার পাশাপাশি একুশ শতকে শিক্ষার উপর সামাজিক প্রভাব ও সীমাবদ্ধতার উপর কীভাবে আলোকপাত করে।

4. প্রজ্ঞামূলক বা জ্ঞানমূলক (Intellectual)

তুলনামূলক শিক্ষা হল একটি জ্ঞানমূলক কর্মসূচি যেখানে গবেষকরা (Scholar) শিক্ষাগত দক্ষতার সর্বোচ্চ মানে পৌঁছোতে পারে। তাঁরা তাদের স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরেট প্রোগ্রাম অন্বেষণ করতে পারে। একজন ব্যক্তির মধ্যে এইভাবে বৌদ্ধিক বিকাশের উন্নতি ঘটিয়ে শিক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করে। এই জ্ঞানের দ্বারা একজন ব্যক্তিকে তাদের শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা এবং উন্নতির পথ খুঁজে দেয়। সচেষ্টায় অর্জিত এই জ্ঞান, যা কিনা তুলনামূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য শিক্ষাগত দিকের মধ্যে বুদ্ধির মাপকাঠিতে একজন ব্যক্তিকে স্থান অধিকার করতে সাহায্য করে।

5. পরিকল্পনা (Planning)

আধুনিক সভ্যতায় পরিকল্পনার গুরুত্ব প্রশংসনীয় স্থান অধিকার করে আসছে। বিভিন্ন ধরনের সমস্যা যেমন—জনবিস্ফোরণ, উৎপাদন হ্রাস, রোগ সংক্রমণ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, বিশ্বায়ন এবং সামাজিক ব্যাধি ইত্যাদি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি পরিকল্পনার দ্বারা আয়ত্তে

আনা যায়। পরিকল্পনার ফলে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলির শনাক্তকরণ এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদের সুনির্দিষ্টকরণ সম্ভব হয়। সুতরাং এই শিক্ষানীতি লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং এই শিক্ষানীতি রচনাকালে যৌক্তিক বিচার বিবেচনার প্রয়োজন হয়, যাতে করে লক্ষ্যপূরণ সম্ভবপর হয়। তুলনামূলক শিক্ষা শিক্ষাব্যবস্থার খসড়া তৈরি, পরিকল্পনা ও শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার চালিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে (*Steyn & Wolhunter*, 2010)। শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নতি করতে বা শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন দিকের সমস্যা ও বাধাবিপত্তি দূর করতে একটি দেশ অন্য দেশের কাছ থেকে সুবিধা পেতে পারে, যারা কিনা ইতিমধ্যেই এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, সেই সমস্ত দেশের কাছ থেকে সমস্যার কারণ ও সমাধানের প্রয়োজনীয় উপায় ও প্রয়োগের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানার মাধ্যমে। এটি হল উপযুক্ত পরিকল্পনা, যা কিনা তুলনামূলক শিক্ষাই প্রদান করতে পারে।.এই প্রসঙ্গে জোন্‌স বলেছেন—"Comparative Education with its rapidly increasing resources and its hopes for better methods. Seems admirably suited to provide a more rational basis for planning."

6. প্রয়োগশীলতা (Practicability)

আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে শিক্ষা হল একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিক্ষার ধাঁচ (Pattern) ক্রমশ ব্যাবহারিক বা প্রয়োগশীলতা হারিয়ে ফেলছে। ব্যাবহারিক গুরুত্বসম্পন্ন শিক্ষার ধাঁচ ধারা আধুনিক শিক্ষাকে পুনর্গঠিত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্য নিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির লক্ষ্য হল বৃহৎ জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের লিখতে ও পড়তে শেখানো, যাতে তারা ভবিষ্যতে শিল্পভিত্তিক সভ্যতায় কাজের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে। পূর্বতন USSR ও চিনে কর্মঅভিজ্ঞতার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল এবং পাঠক্রমে তা প্রতিফলিত হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কমপ্রিহেনসিভ স্কুলের যথোপযুক্ত মূলনীতি এবং তার প্রয়োগ গ্রামার স্কুল দ্বারা প্রতিফলিত হয়েছে। 1985 খ্রিস্টাব্দে কেনিয়ায় ব্যাবহারিক দিক সমৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা হয়েছে। এখানে অবশ্য বিভিন্ন ধরনের যুক্তি দেখানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এই শিক্ষাব্যবস্থা অনেক বেশি অভিজাত শ্রেণির এবং জনমানসে এর কোনো প্রয়োগ নেই। শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও বেশি প্রয়োগমূলক করে তোলার জন্য গবেষণার প্রয়োজন। আর এটি সম্ভবপর হবে তুলনামূলক শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে। সর্বোপরি বর্তমানে কিছু মুদ্রণ বা প্রকাশনা (Publication) বেরিয়েছে যেগুলি তুলনামূলক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেছে, বিশেষ করে শিক্ষক ও তাদের শিখন অনুশীলনের উন্নতি সহায়ক বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে। তুলনামূলক শিক্ষার মধ্যদিয়ে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর নির্দিষ্ট শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে অনুমান করতে সাহায্য করে। তাই বহুবিচিত্র শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ অনুশীলনের উন্নতির সহায়ক দিকগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

7. মানবিক ধারণাসমূহ/মানবিকতার দিক (Humanitarian Viewpoint)

জুলিয়েনের সময় থেকে (*Jullien* 1775–1848) বিশ্বপ্রেমিক ধারণা বা আদর্শ তুলনামূলক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দিক যা তুলনামূলক শিক্ষা গবেষণার জন্য উৎসের জোগান দিয়ে এসেছে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বমানবে শিক্ষাদান ও সৃষ্টিশীল, জটিল এবং দায়িত্বশীল মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য মানবিকতা প্রদান ও তার উন্নতি ঘটানো অতি প্রয়োজনীয়।

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা যেগুলি জনমানসে ক্ষতিসাধন করছে সেগুলি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুদ্ধের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন অংশ (ইরাক, টোগো, লাইবেরিয়া, সিরিয়া, লিওনি, সুদানের ডুফার অঞ্চল ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গো)-এর ক্ষতিসাধন হয়েছে। সমস্যার সম্মুখীন হওয়া দেশগুলি ও তাদের প্রতিবেশী দেশগুলিও বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলিকে পরিবর্তন সাধনে সাহায্য করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 1991 খ্রিস্টাব্দে উপসাগরীয় যুদ্ধের ফলে তেলের দাম বৃদ্ধি পায় এবং 1971 খ্রিস্টাব্দে মধ্যপ্রাচ্যে তেলের অভাব দেখা যায়। 2003 খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইরাকের মধ্যে যুদ্ধের সময় এই অবস্থার পুনরুত্থান হয়। মানুষের মধ্যে শান্তি, স্বাধীনতা, সাম্যতা স্থাপন করার জন্য এবং তুলনামূলকভাবে ভালো করে জীবনযাপনের জন্য অভিকাঙ্ক্ষী হওয়ায় 1948 খ্রিস্টাব্দে জাতিপুঞ্জের সমাবেশ দ্বারা বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার ঘোষণাপত্র তৈরি হয়। এই ঘোষণাপত্রে শিক্ষাকে মানুষের অধিকার হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল এবং সকল বয়সের জন্যই প্রয়োজন তা ভাবা হয়েছিল। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশগুলি তাদের জনগণের মধ্যে শিক্ষা প্রদানের জন্য অভিকাঙ্ক্ষী হচ্ছে। কেনিয়া, নাইজেরিয়া ও উগান্ডার (Uganda) মতো দেশগুলি সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাপ্রদান করছে। যাই হোক, জনসাধারণের (Mass) শিক্ষাপ্রদানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য ভালোভাবে জানা যায়নি। উন্নত বিশ্ব গড়ার জন্য জাতিপুঞ্জ সহযোগিতার প্রয়োজনবোধ করে। সেই কারণে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরি এবং যা অর্জন করা সম্ভব হয় তুলনামূলক শিক্ষার মধ্য দিয়ে।

8. বিশ্বের প্রেক্ষাপটে শিক্ষাগত সমস্যা (Education Problems in World Perspective)

শিক্ষামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যায় যে, বিশ্বের বেশিরভাগ দেশগুলির একই ধরনের সমস্যা আছে। সেই কারণে, কোনো নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে তা একদেশ অপর দেশের পাঠ শিক্ষার মধ্য দিয়ে সম্ভবপর হবে। যেমন, 2003 খ্রিস্টাব্দে কেনিয়া যখন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করে, নাইজেরিয়া কিছু কাঙ্ক্ষিত সমস্যাসূত্র ও সমাধান দিয়েছিল। কেনিয়ার প্রতিবেশী উগান্ডাও প্রথমাবস্থায় সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করে এবং সমস্যাসমাধানের উপায়গুলির প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য কেনিয়াকে প্রদান করে। ভারত যখন সম্পূর্ণ সাক্ষরতা অর্জনে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তখন

কিউবা কীভাবে তা সম্ভবপর করল সেই বিষয়ে শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে এবং কেনিয়া কীভাবে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করেছে, এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রহণ করা যেতে পারে। সেরূপ একজন জানতে পারবে জাতিপুঞ্জ কীভাবে শিক্ষা ও নির্দেশনার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানযুগে তুলনামূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে আরও ভালোভাবে জানা এবং নতুন নতুন দায়বদ্ধতাগুলিকে পূরণ করার জন্য ভালোভাবে সজ্জিত করা। এটি জানতে সাহায্য করে, কিছু দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কেন এগিয়ে চলেছে আবার অনেক দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কেন পিছিয়ে পড়েছে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। যেমন সুইটজারল্যান্ড, কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের প্রশাসনিক মেশিনারিগুলি স্থানীয় স্বয়ংক্রিয়তার সঙ্গে সংযুক্ত এবং বিকেন্দ্রীকৃতভাবে নিয়ন্ত্রিত। ফলস্বরূপ, এই দেশগুলির শিক্ষাব্যবস্থায় রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিফলন দেখা যায়। বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশাসন ও তার নিয়ন্ত্রণ করে।

9. শিক্ষার নবধারা (Innovation in Education)

বর্তমানে শিক্ষায় বহুধরনের নবধারার সংযুক্তি ঘটেছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে নতুন পদ্ধতিগুলিকে সহজেই আয়ত্তে আনতে সহায়তা করেছে। যেমন, রেডিয়ো, টেলিভিশন ও অন্যান্য মাধ্যম যেগুলি জ্ঞানপ্রদান করে। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, AVU, কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত দূরবর্তী শিক্ষা ইত্যাদির আবির্ভাব শিক্ষাক্ষেত্রে ঘটেছে। তুলনামূলকভাবে এগুলি সবই শিক্ষা পদ্ধতিকে সহজতর করেছে। শিক্ষার নবধারাগুলিকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা সহায়তা করেছে। বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ও সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত দূরশিক্ষা একটি অনবদ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। তাই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যোগ্য শিক্ষকের অভাব দেখা দিয়েছে এবং এই নবপ্রযুক্তি শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় প্রকৃত শিক্ষকের স্থান নিতে পারে বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।

10. শিক্ষার অর্থনীতি (Economics of Education)

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি শিক্ষার হার ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিককালের গবেষণা থেকে এটি অনুধাবন করা যাচ্ছে যে শিক্ষার উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে ধ্বনাত্মকভাবে সম্পর্কযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ পূর্বতন USSR অর্থনীতিকে উন্নত করতে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নিরক্ষরতা দূরীকরণকে গ্রহণ করেছিল। আরও বলা যায় বেশিরভাগ উন্নত দেশ বেশি পরিমাণে শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ করে তার উন্নতি ঘটিয়েছে। অন্যদিকে অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির ফলে শিক্ষিত বেকার ও বুদ্ধিমান মস্তিষ্কের (Brain drain) অপচয় ঘটিয়ে চলেছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষার গুরুত্ব অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করেছিল। এই উপলব্ধি 1964 খ্রিস্টাব্দে **এফ হারবিসন** এবং **সি এ মায়ার** 'Education,

Manpower and Economic Growth' নামক একটি বই ও একটি তত্ত্ব গঠনের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করেন। বিশ্বের 75টি দেশের শিক্ষায় নাম নথিভুক্তিকরণের অনুপাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যেকার সম্পর্কের ভিত্তিতে এই বইটি রচিত হয়েছিল। 1961 খ্রিস্টাব্দে *Theodor W.Schultz* আমেরিকার অর্থনীতিবিদদের সমিতিতে তাঁর এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। এই তত্ত্বের (Theory) জন্য তিনি 1979 খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান। এই তত্ত্বে তিনি দেখিয়েছেন যে—শিক্ষা হল উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ এবং শিক্ষাতে দীর্ঘদিন ধরে খরচ করার মতো বিষয় শেষ পর্যন্ত দেখা যায়নি। এই তত্ত্ব অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা ও শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তাভাবনায় বিপ্লব এনেছিল। যদিও পরবর্তী অর্ধশতকেরও বেশি সময়ে এটি প্রমাণ হয়েছিল যে শিক্ষাখাতে বিনিয়োগকৃত ফেরত খুবই সরল ও সাবলীল ছিল এবং অর্থনৈতিক স্ফীতির কারণ শুধুমাত্র শিক্ষার প্রসারণই নয়, বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রসার অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করেছিল। অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে দেশগুলি একে অপরের কাছ থেকে শিখতে পেরেছে।

11. আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার জন্য শিক্ষা (Education for International Understanding)

তুলনামূলক শিক্ষার কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য হল আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানুষের মধ্যে বিভিন্নভাবে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার প্রয়োজন অনুভব ঘটিয়েছিল। UNESCO অনুভব করেছিল যে, যুদ্ধ শুরু হয়েছিল মানুষের মন থেকে, সেই কারণে অন্যান্য যুদ্ধ থামাতে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, আর তা না হলে মানুষের মন থেকে জাতীয় গর্ব ক্ষয় পাবে। এটিই 1921 খ্রিস্টাব্দে জাতিপুঞ্জ, 1925 খ্রিস্টাব্দে IBU এবং 1926 খ্রিস্টাব্দে CIC-এর মূলমন্ত্র ছিল। শিক্ষা ও শ্রম সমস্যা সংক্রান্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ILO (International Labour Organisation), UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation) স্থাপিত হয়েছিল। UNO (United Nations Organisation)-এর ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে শান্তি প্রক্রিয়া বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া সম্পন্ন হয়। আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া বৃদ্ধির জন্য একমুখী ও বহুমুখী প্রোগ্রাম বা কর্মসূচি তৈরি করা হয়েছিল। বিশ্বের অন্য একটি জাতি সম্পর্কে জানতে হলে তাদের জীবনদর্শন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজবিদ্যা এবং ক্ষমতা সম্পর্কে জানার জন্য তাদের ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, স্থানীয় এবং ধর্মীয় বিষয় যেগুলি তাদের জীবনকে প্রভাবিত করেছে এবং তাদের প্রথা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা খুবই প্রয়োজনীয়। আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারণার উন্নেষের জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এমন সংস্কৃতি বা কৃষ্টি এবং সেই সংক্রান্ত শিক্ষাব্যবস্থা কতটা দায়ী তা জেনে একটি সার্বিক বোঝাপড়া প্রক্রিয়া চালানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অন্যান্য সমাজকর্মীদের আদানপ্রদান প্রয়োজন।

12. জাতীয় গর্ব শিথিল (Relax National Pride)

যে সমস্ত দেশগুলি প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত, অর্থনৈতিকভাবে উন্নত এবং মিলিটারি শক্তিতে উন্নত সেখানকার জনগণের মধ্যে যুদ্ধ পরবর্তী বেদনাদায়ক অনুভূতি অনুভব করানো প্রয়োজন। তাদের বোঝাতে হবে অন্যান্য দেশের বেঁচে থাকার জন্য অতিপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিষয়ে এবং একে অপরের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করা। ***Kubow*** and ***Fossum*** (2007) মতানুযায়ী বিশ্ব সভ্যতার জনগণের মধ্যে তুলনামূলক চিন্তাভাবনা ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজনীয়। তুলনামূলক চিন্তা দক্ষতার উন্নতির মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থী তাদের বাড়ির সংস্কৃতি এবং অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে ও অর্থ বুঝতে সক্ষম হবে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষাবিদ আরও বেশি করে তুলনামূলক শিক্ষায় উৎসাহী হবে এই জিজ্ঞাসার মাধ্যমে—"What kinds of educational policy, planning and teaching are appropriate for what kind society?" যখন ভাবাদর্শের সচেতনতা শিক্ষা সংক্রান্ত অনুশীলনের মধ্যে অন্তর্নিহিত তখন এই তুলনামূলক শিক্ষা ক্ষেত্রটিতে কোন্ রীতিনীতি উপযুক্ত বা কোন্‌টি উপযুক্ত নয় তার উপর আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাই তুলনামূলক অধ্যয়ন বেশি করে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি করে।

তুলনামূলক শিক্ষার অধ্যয়ন বিভিন্ন ভৌগোলিক স্তরে চালনা করছে। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন স্তরে যেমন Supranational, national, Sub-national, institutional, শ্রেণিকক্ষ ও ব্যক্তিগত স্তরে তুলনামূলক শিক্ষা অধ্যয়নের প্রয়োগ ও গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশ্বে তুলনামূলক শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ***Larsen et.al.*** (2008:148) and ***O'Sullivan*** (2008:140)-এর মতে বিশ্বায়নের ফলে কানাডা ও আইরিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মসূচিতে তুলনামূলক শিক্ষার নবজাগরণ হয়েছিল। Afrian University of Zimbabwe-তে তুলনামূলক শিক্ষাকে যে-কোনো শাখার শিক্ষার্থীদের কোর্সের একটি অংশ "African Studies I এবং II ঐচ্ছিক কোর্স/বিষয় হিসেবে পড়ানো হয়। তুলনামূলক শিক্ষাকে কোর্সের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য হল আফ্রিকা মহাদেশে এই শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়া। একইভাবে বিশ্বব্যাপী উদ্যোগ যেমন সর্বজনীন বয়স্ক সাক্ষরতা এবং সবার জন্য শিক্ষা প্রভৃতি তুলনাবিদদের আরও দক্ষভাবে শিক্ষা পরিকল্পনা রচনার মধ্যদিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছোতে সাহায্য করেছে। বিশ্বব্যাপী গ্রামীণ পটভূমিতে শিক্ষার অন্যান্য বিষয়গুলি যেমন দর্শন শিক্ষা, ইতিহাস শিক্ষা, ও সমাজবিদ্যা শিক্ষা যে-কোনো সংকীর্ণতাকে ছাপিয়ে গেছে এবং বিশ্বব্যাপী একটি দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রবণতা, যেমন—তথ্য ও সম্প্রচার বিপ্লব, প্রযুক্তিগত বিপ্লব, অর্থনৈতিক বিপ্লব একসঙ্গে মানুষের মানবিকতাকে অতুল গভীরতায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এই তুলনামূলক শিক্ষার দ্বারা মানবিকতার উন্মেষ ঘটিয়ে পরবর্তী দিনের বিশ্বকে পরিচালনা করার অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। তুলনামূলক

শিক্ষা অধ্যয়ন বা গবেষণা নিজ দেশের শিক্ষামূলক কর্মসূচিগুলিকে সংস্কার সাধন করার জন্য বিদেশের শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করে থাকে। শিক্ষামূলক অনুসন্ধানের অন্যান্য ক্ষেত্রে জাতীয় স্তরে তুলনামূলক শিক্ষা গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ।

তুলনামূলক শিক্ষার সমস্যাবলি
(Problems of Comparative Education)

প্রদান করা সম্ভব হবে।

তুলনামূলক শিক্ষার সুবিধা (Advantages of Comparative Education)

তুলনামূলক শিক্ষার সুবিধাগুলি নিম্নরূপ—

1. **অধিক জ্ঞান অর্জন (More Knowledge):** তুলনামূলক শিক্ষায় বিদেশি শিক্ষা ব্যবস্থা পাঠের মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষাব্যবস্থার বিচারকরণের মাধ্যমে অধিক জ্ঞান আহরণ করা।
2. **অধিক বোঝাপড়া বা বোধগম্যতা (More Understanding):** বিদেশি শিক্ষাব্যবস্থা পাঠের ফলে একজন বুঝতে শেখে কোন্ শিক্ষাব্যবস্থাটি তুলনামূলক ভাবে ভালো।
3. **অধিক তুলনামূলক প্রস্তুতি (More comparative Education):** তুলনামূলক শিক্ষার মাধ্যমে একজন নিজেকে তুলনামূলক প্রস্তুতি (Comparative readiness) করে গড়ে তোলে।
4. **অধিক তথ্য (More Information):** বিদেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ এবং সেই সম্পর্কে সমস্যা সম্পর্কিত অবহিত হওয়ার জন্য তুলনামূলক শিক্ষা খুবই ফলপ্রসূ।
5. **অধিক সমৃদ্ধ সাধনকারী (More Borrowing):** তুলনামূলক শিক্ষা বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ ও সংস্কৃতিতে তার কার্যকরী প্রভাব সম্পর্কে তুলে ধরে।
6. **অধিক সংস্কারসাধন (More Reform):** কোনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পুনঃগঠনে সাহায্য করে।
7. **সুনেতৃত্বদান (Better Leadership):** শিক্ষাক্ষেত্রে বুদ্ধিদীপ্ত নেতৃত্বদানের ক্ষমতার উন্নেষ ঘটানো।
8. **সর্বজনীন তত্ত্ব (Universal Theories):** শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো সাধারণ তত্ত্বকে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রয়োগের রূপদানে সাহায্য করে।
9. **শিক্ষার উৎকর্ষসাধন (Enrichment of Education):** এটি শিক্ষাকে দার্শনিক, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া রূপে ভাবতে শেখায়।
10. **অনুসন্ধানের পার্থক্য (Discovering Difference):** তুলনামূলক শিক্ষার অধ্যয়ন কার্যকরণ যোগসূত্র অনুসন্ধানের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য খুঁজতে সাহায্য করে।

11. বিশ্বব্যাপী মতামত (Global View): এটি শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাকে আন্তর্জাতিক স্তরে ভাবতে শেখায়।
12. মানবিক আদর্শ (Humanitarian Ideals): তুলনামূলক শিক্ষার গবেষণা মানবিক আদর্শ ও অনুশীলনের ক্ষেত্রকে বৃদ্ধি করে।
13. নির্ভরযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী (Reliable Prediction): শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে সম্ভাব্য নির্ভরযোগ্য সমাধানসূত্র খুঁজে বের করতে সাহায্য করে।

তুলনামূলক শিক্ষার অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতা (Disadvantages or Limitations of Comparative Education)

1. তুলনামূলক শিক্ষা নিয়ে যে পরিমাণে গবেষণা হওয়ার প্রয়োজন তা হয় না।
2. যে সমস্ত দেশগুলিকে আমরা উন্নতির মাপকাঠিতে চিহ্নিত করি তা ঠিক ততটা উন্নত নয়।
3. এই ধরনের ক্ষেত্রে (Field) যাঁরা কাজ করেন তাঁদের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য।
4. তুলনামূলক শিক্ষাকে স্বাধীন বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও বাস্তবে তা ঠিক ততটা স্বাধীন বিষয় হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি।
5. তুলনামূলক শিক্ষা বিষয়টিকে জনপ্রিয় করে গড়ে তোলার জন্য গণমাধ্যমের প্রয়োজন, যদিও এর যথেষ্ট অভাব আছে।
6. সরকারের সদিচ্ছার অভাব লক্ষ করা যায়।
7. তুলনামূলক শিক্ষা নিয়ে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না অর্থাৎ তথ্য এবং উপকরণ বা বিষয়বস্তুর (Material) যথেষ্ট অভাব আছে।

অনুশীলন একান্ত আবশ্যক।

তুলনামূলক শিক্ষার প্রকৃতিগুলি হল সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

(ক) ইহা হল বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি পরিমাণগত ও গুণগত বিশ্লেষণ।

(খ) তুলনামূলক শিক্ষা সমাজবিজ্ঞানের একটি প্রয়োগমূলক শাখা। যেখানে বিভিন্ন দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষার পদ্ধতি, উপাদান, উদ্দেশ্য প্রভৃতি সম্পর্কে বিষদ জ্ঞান লাভ করা যায়।

(গ) তুলনামূলক শিক্ষা হল বিভিন্ন দেশের শিক্ষা সমস্যাগুলির একটি তুলনামূলক আলোচনা ও তার সমাধানের উপায়গুলি জ্ঞান অর্জন।

(ঘ) তুলনামূলক শিক্ষা বিভিন্ন দেশের শিক্ষা প্রশাসনের ও শিক্ষা আইনের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করতে সক্ষম।

(ঙ) তুলনামূলক শিক্ষার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হল সর্বদাই অন্যান্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে জেনে নিজের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন।

সারাংশ। দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিক্ষার তুলনামূলক বিশ্লেষণের যে যে দৃষ্টিভঙ্গী থাকে, তা নিম্নরূপ ঃ

(১) দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী

(২) ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী

(৩) সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী

(৪) ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গী

(৫) মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী

(৬) সংখ্যাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী।

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ঃ

ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতবাদের ভিত্তিতে দেশবিদেশের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পাঠক্রম নির্ধারিত হয়; এক দেশের দর্শনসম্মত শিক্ষা প্রতিরূপ বা মডেল অন্য দেশে, প্রয়োজনসাপেক্ষে, সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গৃহীত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য নির্ণয়ে, নাগরিকদের চাহিদার নিরিখে আঞ্চলিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠক্রম বিন্যাসে শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তির উপর নির্ভর করতে হয়, দেশীয় মানুষের সনাতন জীবনদর্শনকেও যথার্থ গুরুত্ব দিতে হয়।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ঃ

ইতিহাসের ধারায় একটি শিক্ষাব্যবস্থার সূত্রপাত থেকে শুরু করে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তার পরিবর্তনকে প্রত্যক্ষ করলে ও পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করলে ব্যবস্থার একটা সার্বিক চিত্র স্পষ্ট হয়। কোন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার ধারা-উপধারায় যখনই কোন বিশেষ প্রভাব কোন বিশেষ পরিবর্তন সূচনা করে, তখন তাকে প্রাসঙ্গিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে দেখার দরকার হয়। শিক্ষার ক্রমবিবর্তনের পথে প্রাচীন জাতিসমূহ কতকগুলি জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হয়, সমাধানের পথ খোঁজে এবং নতুন জাতি সমূহ এদের সমাধান প্রয়াস থেকে নিজেদের সমস্যা সমাধানের প্রয়াস করে।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী ঃ

সমাজের চাহিদা ও বৈশিষ্ট্য যেমন তার শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা ছাপ রাখে, তেমনি শিক্ষা তার স্বভাবজ অন্তর্নিহিত শক্তি অনুসারে সমাজধর্মে গতি সঞ্চার করে, সেই গতি সমাজের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনে। এই উভয়বিধ প্রক্রিয়ায় সমাজের নিজস্ব এক চালিকাশক্তি গড়ে ওঠে, যা শিক্ষার উদ্দেশ্য বিষয়বস্তু ও প্রণালীকে নিয়ন্ত্রণ করে।

শিক্ষার সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি হল,

(১) কো-ভ্যারিয়েশন পদ্ধতি—

সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন চলক-এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসন্ধান।

(২) Functional বা ক্রিয়াত্মক পদ্ধতি —

শিক্ষার সঙ্গে সমাজের নানা বিষয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি ও ফলাফল অনুসন্ধান।

(৩) নমুনা-বিশ্লেষণ পদ্ধতি ঃ

সংখ্যা ও গুণমানে মূল জনসমষ্টির প্রতিনিধি-স্থানীয় নমুনা সংগ্রহ ও তার তথ্যসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলনামূলক বিচার।

(৪) আরোহ-অবরোহ পদ্ধতি ঃ

তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত গঠন এবং পুনরায় সিদ্ধান্তকে নিরিখ করে তথ্যকে বিচার ও তথ্যের সামান্যীকরণ।

ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গী ঃ

কোন দেশ বা অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সেখানকার মানুষের এক বিশিষ্ট জীবনদর্শন গড়ে তোলে। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো, উৎপাদনের প্রকৃতি, শিক্ষা পর্যায়ে বৃত্তিশিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার বিন্যাস, প্রয়োজন ও গুরুত্ব নির্ধারিত হয়। জনসংখ্যা, অর্থনীতি, দারিদ্র্য, অশিক্ষা—সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাকৃতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ভূগোলের উপর নির্ভরশীল।

মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ঃ

শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোর একটি অন্যতম স্তম্ভ হল সমাজ-মনস্তত্ত্ব ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর মানুষের স্বতন্ত্র মনস্তত্ত্ব। দেশের ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সঙ্গে শিশুদের শারীরিক মানসিক বিকাশের ধারাকে মিলিয়ে নিয়ে শিক্ষার পর্যায় ও পাঠক্রমবিন্যাস হওয়া সঙ্গত। ফলে এগুলি দেশকাল সাপেক্ষ। শিক্ষাধারায় অন্তর্ভুক্তি, উপস্থিতি, শিক্ষাছেদ—সব কিছুর মূলে প্রধানত কাজ করে শিক্ষার্থীদের মানসিক গঠন বৈশিষ্ট্য, সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতা/অসঙ্গতি, ব্যক্তিত্ব, সংঘাত, দ্বন্দ্ব, আচরণ সমস্যা, বুদ্ধি ও মানসিক সামর্থ্য, হীনম্মন্যতাবোধ ইত্যাদি।

সামাজিক-অর্থনৈতিক-অসাম্য পীড়িত ও শিক্ষায় অনগ্রসর যে কোন দেশের (ভারতেরও) উপর সমীক্ষা করলে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়।

সংখ্যাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী (শিক্ষা-অর্থনীতি সাপেক্ষ) ঃ

মানব সম্পদের উপর শিক্ষার বিনিয়োগ, তার ফলশ্রুতিতে মানবসম্পদের

উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নের বিচার করতে গেলে অর্থনীতি-সাপেক্ষ সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্য নিতে হয়।

শিক্ষার খাতে বিনিয়োগ—উপার্জন—সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়ন—জনসম্পদ পরিকল্পনা—জাতীয় উৎপাদন—এদের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্ক নির্ণয়ে পরিসংখ্যানমূলক বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়।

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ব্যয়বরাদ্দ, পরিণামে উৎপাদন দক্ষতার বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক বিকাশে প্রতিফলিত হয় কিনা; সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগের তুলনামূলক ফলশ্রুতির বিশ্লেষণ; নিয়মিত ও অনিয়মিত অনুদান, ভরতুকি প্রদান ও তার ফলাফল; শিক্ষকের ও অন্যান্যভাবে স্থানীয় সংস্থার অংশগ্রহণ, এককালীন ও ক্রমান্বয়িক অনুদান ও শিক্ষা-উন্নয়ন তার প্রতিফলন—

প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষর পুরুষ ও মহিলার সংখ্যার অনুপাত, রাজ্য বিশেষে ও উন্নত-অনুন্নত এলাকা বিশেষে এর তারতম্য, প্রথাগত শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে শিশু-কিশোরদের অন্তর্ভুক্তি, শিক্ষাছেদ, অপচয়, — এই সমস্ত বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

1.6 তুলনামূলক শিক্ষার উপাদান (Factors of Comperative Education)

বিভিন্ন উপাদানের উপর নির্ভর করে তুলনামূলক শিক্ষা গড়ে উঠেছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য উপাদান তুলনামূলক শিক্ষার উপর প্রভাব ফেলে। এই উপাদানগুলিই ব্যক্তি বা সমাজের উপর কম-বেশি প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সাধারণভাবে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি তুলনামূলক শিক্ষা বিকাশে প্রভাব বিস্তার করে।

Prof. Nicholas Hans-এর মতে, তুলনামূলক শিক্ষার উপাদানগুলি তিনটি ভাগে বিভক্ত। যথা—

(ক) প্রাকতিক উপাদান (Natural factors)

(খ) আধ্যাত্মিক উপাদান (Spiritual factors)

(গ) ধর্ম-নিরপেক্ষ উপাদান (Secular factors)

(ক) প্রাকৃতিক উপাদান ঃ কতকগুলি প্রাকৃতিক উপাদান তুলনামূলক শিক্ষার উপাদানকে তথা বিকাশকে প্রভাবিত করে। এই বিষয়গুলি একাধারে প্রাকৃতিক ও সমাজনির্ভর। এইসব উপাদানের সঙ্গে যুক্ত নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ—

(১) জাতিগত উপাদান (Racial factors)

(২) ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান (Linguistic factors)

(৩) ভৌগোলিক উপাদান (Geographical factors)

(৪) অর্থনৈতিক উপাদান (Economical factors)

(৫) সামাজিক উপাদান (Social factors)

(৬) ঐতিহাসিক উপাদান (Historical factors)

(৭) রাজনৈতিক উপাদান (Political factors)।

(১) তুলনামূলক শিক্ষাব জাতিগত উপাদান ঃ

জাতিগত উপাদান একটি বিশেষ রীতির শিক্ষার বিকাশকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। যে কোনো দেশেই বিভিন্ন জাতি বাস করে। এইসব জাতিই সেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। যে জাতি অন্য জাতির তুলনায় সর্বোত্তম, সেই জাতিই অন্যদের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের অধিবাসীরা আফ্রিকায় তাদের উপনিবেশ রচনা করেছিল এবং তারা আফ্রিকার অধিবাসীদের তুলনায় নিজেদের সর্বোত্তম মনে করত। কারণ তারা ছিল 'সাদা চামড়ার' মানুষ। তারা একটি বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করে আফ্রিকার 'কালো-মানুষ'দের শাসন করত নিজেদের স্বার্থেই। একইভাবে ইংরেজরা ভারতবর্ষে তাদের শাসন কাঠামো পরিচালনার উদ্দেশ্যে বিশেষ রীতির একটি শিক্ষাপ্রক্রিয়া চালু করেন। ব্রিটিশরা জাতিগতভাবে ভারতবাসীদের তুলনায় বহুল পরিমাণে উন্নত ছিল। তারা সুপরিকল্পিতভাবে ভারতীয়দের নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ করে রাখতো। উপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য তারা ইংরেজি ভাষাকে ভারতীয়দের মধ্যে বিস্তারের চেষ্টা করেছিল। অধ্যাপক Nicholas Hans-এর মতে, "Examples of racial and quasiracial problem in education prove their complexity and the difficulty of finding a purely educational solution."

জাতিগত বিষয় বা উপাদান সমাধান করতে পারে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কোনো রীতির শিক্ষাপদ্ধতির ধারণাকে। কেননা জাতিগত ভিন্ন ভিন্ন রীতির সম্পর্কে তার নিজস্ব ভিন্নধর্মী প্রভাব ফেলে থাকে।

(২) তুলনামূলক শিক্ষার ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান ঃ

প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের মধ্যে ভাষাও একটি বিষয় হিসেবে গণ্য হয়। একটি দেশ বা রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতীকের মধ্যে একটি দল, তার ব্যবহৃত ভাষা, যা থাকে সেই দেশের জাতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই কারণে প্রায় সমস্ত জাতি সম্প্রদায়ের একটি নিজস্ব ভাষা আছে। ভাষা একাধারে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐতিহ্যের অঙ্গও বটে। সুতরাং কোনও দেশের শিক্ষাপদ্ধতির ওপরে ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার করতেই হয়। যে সমস্ত দেশে নির্দেশাবলির মাধ্যম হিসেবে তাদের জাতীয় ভাষাকে গ্রহণ করেছে,

তারা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে অনেকদূর অগ্রসর হতে পেরেছে। অন
যে সমস্ত দেশ বিদেশি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করেছে, তারা নিজেদেরকে ততখানি
ক্ষেত্রে স্থাপন করতে পারেনি। উদাহরণস্বরূপ, ভারত ও জাপানের কথা উল্লেখ করা
দীর্ঘকাল ধরে ভারতও ইংরেজির মতো একটি বিশেষ ভাষা তথা বিদেশি ভাষার মা
শিক্ষার্জনে প্রবৃত্ত থেকেছে। ফলত, দেশের উন্নতি ঘটাতে দীর্ঘতর সময় অতিবাহিত হয়ে
অন্যদিকে ভারতের তুলনায় অনেক ছোটো দেশ জাপান সেখানকার শিশুদের মাতৃভা
মাধ্যমে শিক্ষাদান করেছে ও প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে। একইভাবে ফ্রান্স ও ইংলে
মাতৃভাষার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপের ফলে তারাও উন্নতিসাধন করেছে। সুতরা
সমস্ত দেশে ভাষাগত সংখ্যাল্পতা (Linguistic minorities) রয়েছে, সেখানে দেশের উ
করতে চাইলে এই সংখ্যান্যূন জনসাধারণের শিক্ষা সমাধান করতে হবে। তুলনামূলক শি
মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন দেশের ভাষা সমস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হই এবং ঐসব সমস
সমাধানের সূত্র খুঁজে পাই। অর্থাৎ, যে কোনো শিক্ষারীতির ওপরেই ভাষার একটি বি
প্রভাব আছে। অধ্যাপক Nicholas Hans তাই যথার্থই বলেছেন—"The examp
of linguistic problems....show clearly the importance of language in t
educations systems. Educators who boldly undertake to improve a forei
language as the medium of all their efforts by producing a generatio
with superficial verbal knowledge unconnected with the surroundin
and previous experience."

(৩) তুলনামূলক শিক্ষার ভৌগোলিক উপাদান ঃ

যে কোনো দেশের সংস্কৃতি, সভ্যতা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থানের এক
বিশেষ গুরুত্ব আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং তা
জীবনধারণের রীতি, সংস্কৃতি, সামাজিক ও শিক্ষার পরিবেশও ভিন্ন। শীতের দেশের পরিবে
যেমন নিরক্ষীয় অঞ্চলের পরিবেশ থেকে আলাদা, ঠিক তেমনি বিভিন্ন দেশের জীবনে
পথ এবং তাদের সামাজিক রীতিনীতি সামাজিক সংগঠনও পৃথক। উদাহরণস্বরূপ বলা যা
যে দেশ কৃষি নির্ভর তারা কৃষিভিত্তিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়। আবার যে দেশ শিল্পনি
তারা শিল্প সম্পর্কিত বিষয়ে শিক্ষার উপরে জোর দেয়। শীতের দেশের বিদ্যালয়গুলি
পঠনপাঠনের কথা মাথায় রেখে শীতকালীন ছুটি এবং গ্রীষ্মকালীন দেশে পঠন পাঠনে
অসুবিধার কথা চিন্তা করে গ্রীষ্মকালীন ছুটির প্রচলন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, কোনো দেশে
শিক্ষা প্রক্রিয়া তার ভৌগোলিক অবস্থার উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৪) তুলনামূলক শিক্ষার অর্থনৈতিক উপাদান ঃ

যে কোনো দেশের শিক্ষাপদ্ধতি তার অর্থনৈতিক অবস্থার উপর সম্পূর্ণভা
সম্পর্কযুক্ত। অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করেই ঐ দেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও পাঠ্যক্র
রচিত হয়। কারণ, যে কোনো আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে দেশই সমস্ত সম্পত্তি

মালিক। সুতরাং শিক্ষার একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষায় শিশুদের দেশের সম্পত্তি বলেই বিবেচনা করা হয় এবং তাদের দেশের সম্পত্তি রক্ষার অঙ্গীকারবদ্ধের শিক্ষা প্রদান করা হয়। যদিও আমেরিকা ও ভারতের মতো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই নীতি একটু ভিন্ন। এই দুই দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে স্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং এই সব দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধিকারকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সেজন্য এইসব দেশে সমাজের ধনী ও উচ্চবিত্ত লোকদের সন্তানদের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় যে কোনো দেশের শিক্ষাপদ্ধতির বা শিক্ষানীতির আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারে। যেমন, রুশ বিপ্লব রাশিয়ার শিক্ষানীতির পরিবর্তনের কারণ স্বরূপ। এই মন্তব্য তাই যথোচিত—

"If Geography and Economics can not influence the spiritual values of education and the definition of aims and purposes of National cultures system hangs in the air."

(৫) তুলনামূলক শিক্ষার সামাজিক উপাদান ঃ

শিক্ষা সমাজের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে। শিক্ষাগত পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনকে অনুসরণ করতে সাহায্য করে। যেহেতু সমাজের পরিবর্তন হচ্ছে সামাজিক চাহিদা, পদ্ধতি ও মূল্যবোধের পরস্পর কার্যকলাপের মাধ্যমে, সেহেতু শিক্ষাকে ও এই সামাজিক প্রেক্ষাপটের দিকে তাকিয়ে পরিবর্তিত হতে হচ্ছে। বিদ্যালয়গুলিও একটি শিক্ষাসংস্থা হিসেবে প্রভাব বিস্তার করছে সমাজের উপাদানগুলি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। যে কোনো ধরনের সামাজিক পরিবর্তন এবং আবিষ্কার, শিল্পের উন্নতি এবং শিল্প বিশারদকে প্রশিক্ষিত করছে। এছাড়াও বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষাদান সম্ভব হচ্ছে ও স্কুলে বিভিন্ন ধরনের জনপ্রিয় শিক্ষাগত কর্মসূচি গ্রহণ করা যাচ্ছে। শিক্ষা সামাজিক পরিবর্তনকে অনুসরণ করছে এবং সামাজিক চাহিদার ভিত্তিতে শিক্ষা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক সমাজের অজ্ঞতা, সামাজিক অপকৃষ্টতা এবং সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া ইত্যাদি সম্ভব হচ্ছে জাতি, লিঙ্গবৈষম্য, ধর্ম এবং পৃথকীকরণের উপর ভিত্তি করে। এগুলি যে কোনো সমাজের উন্নতিতে ও বিকাশের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। এখানে পৃথকীকরণ বলতে শিক্ষায় সমসুযোগের অযথার্থতাকে বোঝানো হয়েছে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যার প্রভাবের ফলে জীবনের গতানুগতিক দিকটার অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং সামাজিক সঙ্গতি বিধানের ক্ষেত্রে অনেকটা সুবিধার সৃষ্টি করেছে। এটি মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালীকে আরো উন্নত করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় সচেষ্ট হচ্ছে। সমাজ, শিল্প এবং বাণিজ্যের বিকাশের সাথে সাথে সমাজে এটির চাহিদা সৃষ্টি করছে এবং নতুন ভাবে সমাজকে সাজাতে চেষ্টা করছে। তাই স্বাক্ষরতার উপর বিশেষ করে দেওয়া ও মুক্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি স্তরের পাঠ্যক্রমকে সুন্দরভাবে সাজানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। শিল্প শিক্ষার সুযোগ সুবিধাগুলিকে বৃহৎভাবে

সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বয়স্কদের শিক্ষা এবং যুবকদের শিক্ষার জন্য যথ
ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে
সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে তাকিয়ে শিক্ষা সমাজকে প্রভাবিত করে ও এ
নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাই তুলনামূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক উপাদান গুরুত্ব
ভূমিকা পালন করে থাকে।

(৬) ঐতিহাসিক উপাদান (Historical factors) ঃ

ঐতিহাসিক উপাদান রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় উপাদানগুলির সাথে এবং ভৌগোলি
অবস্থান ও অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে খুব গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। একটি দেশের পূর্ণ
ইতিহাসের অন্যান্য উপাদানগুলির মধ্যস্থতা ছাড়া ঐতিহাসিক উপাদানকে শনাক্তকরণ
খুব কঠিন কাজ। প্রাচীন ভারতের শিক্ষায় মধ্যবর্তী এবং উচ্চশ্রেণিদেরকে কম বেশি বি
সুবিধা প্রদান করা হত। নীচু শ্রেণির শিক্ষাদানের জন্য কোন বিশেষ প্রচেষ্টা ছিল না। কেবল
ব্রাহ্মণরা অধিবিদ্যা এবং ধর্মীয় শিক্ষার যোগ্য ছিল এবং ঐ শিক্ষা পরাবিদ্যা (para vid
নামে পরিচিত ছিল। অন্য সমস্ত শিক্ষা যেমন কৃষিবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা এবং অন্য
প্রযুক্তিগত দিক যা মানুষের উন্নতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেগুলিকে অপরাবিদ্যা (Ap
Vidya) হিসেবে বিবেচনা করা হত এবং নিচু শ্রেণিরা, উচ্চশ্রেণিদের (Brahmin) দ্বা
অবহেলিত হত। এটি প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল। মুসলম
শাসকরা শিক্ষায় এই ধারণার কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারেনি।

ইংরেজ শাসন ব্যবস্থায় গতানুগতিকভাবে সংস্কৃত এবং পার্সী শিক্ষায় উৎসাহিত ক
হয়েছিল, কিন্তু পরে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরাজি ভাষা এবং সাহিত্যের উ
খুব কঠোর ভাবে জোর দেওয়া হয়েছে ইংরাজি মাধ্যমের মধ্য দিয়ে। প্রযুক্তিগত এ
শিল্প শিক্ষার জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, কারণ বিজ্ঞান এবং কৃষির উন্নতি
ভারতীয়দের তারা বিকাশ চায় না। ইংরেজ কারিগর ভারতকে কাঁচামালের জোগান
হিসেবে রাখতে চেয়েছিল। এটি প্রকৃতপক্ষে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশের ক্ষে
দীর্ঘসময়ব্যাপী গতিরোধ করেছিল।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে কোনো দেশের উন্নতির ক্ষে
বিশেষ করে শিক্ষা পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে

(৭) রাজনৈতিক উপাদান (Political Factors) ঃ

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং একটি দেশের নীতির উপর বিশ্বাস করে শিক্ষার মৌলি
প্রশ্নের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে। যেমন কত দীর্ঘ সময়ের বাধ্যতামূলক শি
এবং কখন এটি শুরু হবে? ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য এবং প্রতিভাবানদের বি
জন্য কি ধরনের পাঠ্যক্রম উপযুক্ত? প্রশাসনিক দিককে কি বিকেন্দ্রীকরণ করা যে
পারে? যদি সম্ভব হয় তাহলে এর প্রসার কিরকম হবে?

REDMI NOTE 9 PRO MAX
@NK@N@

ভারতের আন্তরসাংস্কৃতিক শিক্ষা ভাবতীয় সংবিধান দ্বারা গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদীর সমর্থনে দৃঢ়বদ্ধ, সেগুলি হল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা ; মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার সমতা সৃষ্টি এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করার জন্য সৌভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে তোলা। দেশের প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য শিক্ষানীতি নির্ধারণ করে থাকে, যাতে ছোটো শিশুরা সমাজের প্রভাবশালী দলের মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে। ফ্রান্স শিক্ষাকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে রেখে খুব উচ্চ বুদ্ধিমান সম্পন্ন এবং জ্ঞানী বণিকদল তৈরিতে বিশ্বাসী ছিল। উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে তুলনামূলক শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনৈতিক উপাদানের ভূমিকা অপরিসীম।

(খ) আধ্যাত্মিক উপাদান ঃ

বিভিন্ন দেশের শিক্ষাপদ্ধতির উপরে ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক উপাদান প্রভাব বিস্তার করে। এই আধ্যাত্মিক উপাদানগুলি হল—

(১) দার্শনিক উপাদান (Philosophical factors)
(২) ধর্মীয় উপাদান (Religious factors)
(৩) নৈতিক উপাদান (Moral factors)

(১) তুলনামূলক শিক্ষার দার্শনিক উপাদান ঃ

দর্শনকে মানবজীবনের সামগ্রিক ধারণা বলা যেতে পারে। শিক্ষাপদ্ধতির ওপরে দর্শনের একটি বিশেষ প্রভাব আছে। শিক্ষা জীবনদর্শন বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। কারণ, জীবনের প্রয়োজনীয়তা পরিপূর্ণ করাই দর্শনের কাজ। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল গ্রিস দেশের শিক্ষাপদ্ধতিকে তাঁদের প্রবর্তিত দর্শনের মাধ্যমে প্রভাবিত করেছিলেন এবং দেশের শাসনব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করেছিলেন। চীনের শিক্ষাপদ্ধতি কমিউনিস্ট দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাও বেদের দার্শনিক তত্ত্ব 'গুরুকুল প্রথা'-র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। বৌদ্ধযুগের শিক্ষাপদ্ধতি বৌদ্ধদর্শন দ্বারা পরিচালিত হত 'বিহার' ও 'মহাবিহার'গুলিতে। আধুনিক ভারতেও দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক প্রবর্তিত Anglo-Vedic college গুলিতে আর্য-সমাজের দর্শন প্রবর্তিত ছিল। ঋষি অরবিন্দের দর্শন ও পরবর্তীযুগে বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দর্শন ও শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে। গান্ধিজির 'সর্বোদয় সমাজ' গঠনের দর্শন আধুনিক ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে। সুতরাং তুলনামূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে দার্শনিক উপাদান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। শিক্ষাকে জীবনের দর্শন থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। কারণ, দর্শনের মাধ্যমে জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ সম্ভব।

(২) তুলনামূলক শিক্ষার ধর্মীয় উপাদান :

ধর্ম প্রতিটি মানুষের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই আমরা জানতে পারবো। ধর্মের জন্য বহু মানুষ আত্মত্যাগ করেছেন। যেকোনো দেশেরই শিক্ষারীতি ধর্মীয় অনুশাসন থেকে মুক্ত নয়। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ইউরোপ, আমেরিকা ও ইসলামী ধর্মাবলম্বী দেশের ক্ষেত্রে একথা বহুলাংশে প্রযোজ্য। যদিও উনিশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের শুরুতে ধর্মবিবর্জিত শিক্ষাপদ্ধতির উপরে আর ততখানি আধিপত্য রাখতে পারেনি। মানবতাবাদী দর্শন ও যুক্তিবাদী জ্ঞানবিজ্ঞান প্রয়োগ বিচারের পথ অবলম্বন করে যত বেশিভাবে শিক্ষার প্রণালী ও পাঠ্যক্রমে প্রবেশ করেছে, ততই ধর্মীয় সংস্কারের সংকীর্ণতার বেড়া ডিঙিয়ে মানবিকতার উদার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। ধর্ম একদিকে তার আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কারের ভিত্তিকে দৃঢ় রাখবার জন্য শিক্ষার মূল্যবোধ ও পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করে, অপরদিকে ধর্মবোধ এক সাংস্কৃতিক ভাবধারার জন্ম দেয়, এই ভাবধারা থেকে সঞ্চারিত হয় কিছু সমাজনৈতিক মূল্যবোধ, যা সকল ধর্মের মূল শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পেয়েছে একথা বলা যায় না।

(৩) তুলনামূলক শিক্ষার নৈতিক উপাদান :

নৈতিকতা ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রকৃতপক্ষে ধর্মের মূল উদ্দেশ্যই হল মানুষের নৈতিক মানকে উন্নত করার জন্য বারে বারে উপদেশ দেওয়া। নৈতিকতার ধারণা শিক্ষাপদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। যেসব দেশ তাদের নীতিগত ঐতিহ্যকে বিশেষ মর্যাদা দেয়, তারা চেষ্টা করে শিক্ষাও যেন তাদের নাগরিকদের নৈতিক মানকে উর্ধ্বায়িত করার কাজে সহায়ক হয়ে ওঠে। যে-কোনো গণতান্ত্রিক দেশেরই শিক্ষাব্যবস্থা রচিত হয় নৈতিকতার মানদণ্ডে। জাপান, সুইজারল্যান্ড, গ্রেট ব্রিটেন, ভারত, আমেরিকা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে নৈতিকতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তুলনামূলক শিক্ষায় এই নৈতিক উপাদান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

(গ) ধর্মনিরপেক্ষ উপাদান (Secular factors) :

আমরা দেখেছি বিভিন্ন দেশের শিক্ষাপদ্ধতিকে ধর্ম, ধর্মীয় বিষয়, আধ্যাত্মিক উপাদান প্রভাবিত করে থাকে। অন্যদিকে আমরা এও দেখতে পাই যে, কিছু কিছু দেশে এমন কোনো বিষয়, যাকে ধর্মীয় বা ধর্মসংক্রান্ত বলা চলে না, বরং ধর্মনিরপেক্ষ বলা যায়—তা সেইসব দেশের শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। অধ্যাপক Nicholas Hans তাকে এইভাবে তালিকাভুক্ত করেছেন—

(১) মানবতা বা মানবিক উপাদান (Factors of humanism)
(২) সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism)
(৩) জাতীয়তাবাদ (Nationalism)
(৪) গণতন্ত্র (Democracy)

REDMI NOTE 8 PRO
KONKONA
06/03/2024

ধর্মনিরপেক্ষ উপাদানসংক্রান্ত নিরীক্ষা (Study), যা কিনা শিক্ষানীতিকে প্রভাবিত করে থাকে, তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যদি না আমরা উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা না করি।

(১) মানবতা বা মানবিক উপাদান ও তুলনামূলক শিক্ষা ঃ

মানবিকতা একাধারে মানবীয় তথা শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যায় মানবিক সমাধান সূচিত করে। অন্যভাবে বলা যায়, ধর্মীয় উপাদান দ্বারা মানবমঙ্গল কখনোই অবদমিত হওয়া উচিত নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে সবসময় একথা মনে রাখা দরকার যে, শিশু ও তার মন বিকাশশীল—তাদের কখনোই কোনো অবদমনের শিকার করে তোলা ঠিক নয়—সে নিয়মানুবর্তিতা অথবা নির্দেশনামা যার নামে হোক না কেন। যে কোনও দমনই শিশুর মানসবিকাশে বাধা দেয়। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে জেনে মধ্যযুগের মানুষ ধর্মীয় প্রশাসন (theocratic) ও ধর্মীয় শিক্ষার গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। স্বাধীন চিন্তাবিদেরা চার্চের বিধি বিধানের বিরোধিতা করেছিলেন। কেননা তা জনমতবিরোধী শিক্ষাপদ্ধতি তাদের ওপরে চাপিয়ে দিয়েছিল। ইংল্যান্ডের অনেক স্বাধীন শিক্ষাবিদ শিক্ষার ওপরে ধর্মের আরোপের বিরোধিতা করেছিলেন। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে Frorbel, Pestalozzi, John Devey শিক্ষাক্ষেত্রে মানবতার মহত্তর স্থান দেবার চেষ্টা করেছেন। ঊনিশ শতকে বিষয়টি আরও বড়ো জায়গা পায়। এই সময়ে যে বিপ্লব ঘটেছিল তা শিক্ষাক্ষেত্রে মানবতার জন্য আন্দোলনকে সমর্থন করেছে এবং বিভিন্ন দেশের শিক্ষা পদ্ধতিকে বিষয়টি প্রভাবিত করেছে। এখন এটি একটি স্বীকৃত সত্য যে, শিক্ষানীতি হওয়া উচিত ধর্মনিরপেক্ষ। গোঁড়ামির বন্ধনমুক্ত, যুক্তির স্বকীয়তা, প্রকৃত তথ্য ও সত্যের দর্পণে ফুটে ওঠা প্রাকৃতিক এবং মানবিক বিষয়ের অনুশীলন আজও শুভ এবং মঙ্গলবাচক বলে স্বীকৃত। Bishop T. Sprat-এর ইতিহাস থেকে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত লাইনগুলি আজও প্রাসঙ্গিক।

"It would be no hindrance to the minds of men if, besides those could of studies which are followed, there were also trial made of some more particular ways, to prepare their minds the world and the business of human life..."

(২) সমাজতন্ত্রবাদ ও তুলনামূলক শিক্ষা ঃ

সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism)-এর প্রচলন হয় ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রুশ বিপ্লবের পর। যদিও ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে Pierre Leroux দ্বারা এই পরিভাষার পত্তন হয়। প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্রবাদ জীবনের এমনই প্রকাশক যা কিনা মানবতাবাদের চেয়ে আরও উন্নত ভাবনার আকার। শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক উপকরণ যুক্ত করার প্রাথমিক কাজটি করেছিলেন Robert Owen। পরে Marx ও Engles তাকে আরও বিজ্ঞানসম্মত করে তোলেন। তাঁরা সমাজকে ধর্ম থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন যার সঙ্গে যুক্ত ছিল শিক্ষাও। কেননা ধর্মের প্রভাব খাটিয়ে

মানব অস্তিত্বের বড়ো অংশকে অলৌকিক শক্তির মায়ায় আচ্ছন্ন করে রাখা হত। বা ও পার্থিব জগতের সত্য এভাবে ধর্মের অপব্যবহারে চাপা পড়ে যেত।

আজকের যুগে শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদের বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। সমাজে পুনর্বিন্যাসে শিক্ষাই হল উপযুক্ত অস্ত্র, যার মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেও সম্ভব। কমিউনিস্ট দেশগুলি তাদের শিক্ষাভিত্তিক মার্কসীয় ও লেনিনীয় ব্যাখ্যায় মার্কসবাদ উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারা রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকারে বিশ্বাসী, ধর্ম নিরপেক্ষতা ট্রে এর একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে উৎপাদনশীল কাজ, শারীরশিক্ষা ও মিলিটারী ট্রে রাজনৈতিক দীক্ষা, স্কুলের বাইরে ও ভিতরে যুব সংগঠনে অংশগ্রহণ এবং বিজ্ঞান বিষয়গু ওপর জোর দেওয়া—এগুলিই শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসেবে তারা গ্রহণ করেছিল। তুলনামূল শিক্ষায় সমাজতন্ত্রবাদের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(৩) জাতীয়তাবাদ এবং তুলনামূলক শিক্ষা ঃ

প্রতিটি জাতীয় জীবনে জাতীয়তাবাদ একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি একটি মনস্তাত্ত্বি ব্যাপার। সমবেত দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিন্ন ঐতিহ্যের ওপরে নির্ভর করে সৃষ্ট কোনও বৃহ বংশধারা। ভাষা, ধর্ম, আঞ্চলিকতা ইত্যাদি এই অনুভূতিকে আরও জোরদার করে। এ আসলে মনের এমনই এক অবস্থা যা সামাজিক পরিবেশ এবং শিক্ষার পরিণাম। প্রকৃ পক্ষে এটি একটি আন্দোলন, যাকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে উপস্থাপিত স্বেচ্ছাকৃত তথ্ উপস্থাপনাও বলা যেতে পারে।

শিক্ষা জাতীয়তাবাদী চেতনায় জনগণকে সজাগ রাখার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। জাতীয়তাবাদের ধারণা বলতে যা বুঝি তা একটি ঐতিহাসিক বিকাশের পরিণাম এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ফল। এই জাতীয়তাবাদী চেতনার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছে শিক্ষাপদ্ধতি সমূহের ওপরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানি শুধুমাত্র শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমেই জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করেছিল। একই ভাবে জাপানের মতো ক্ষুদ্র দেশও শক্তিশালী হতে পেরেছে তার জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় প্রেরণা সঞ্চার করে। এই জাতীয়তাবাদী চেতনা তুলনামূলক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

(৪) গণতন্ত্র এবং তুলনামূলক শিক্ষা ঃ

সহনীয়তার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র জীবনের পথ নির্ধারণ করে। জনপ্রিয়তার নিরিখে বিচার করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত একটি সাংবিধানিক সরকার দেশ শাসন করে। তারা সামাজিক ও অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের একচেটিয়া স্বত্বাধিকারে বিশ্বাস করে এবং একেই গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো বলে মানে। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে লিঙ্গ, জাতি, ভাষা, ধর্ম ও অর্থনৈতিক মর্যাদাভেদে কোনো পৃথক সম্মান লাভের স্থান নেই। এই পরিকাঠামোয় প্রতিটি নাগরিককে শিক্ষাদান এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ

থাকবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় প্রত্যেকেরই জ্ঞানলাভ ও বিস্তার করার সুযোগ থাকে। যেসব দেশ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, সেখানেই শিক্ষায় গণতন্ত্রীকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ভারত, আমেরিকা, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে জীবনের এই দিকটি সম্পর্কে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করা হয়েছে। পুরুষ ও স্ত্রী সমানভাবে শিক্ষালাভের অধিকারী। অধ্যাপক Nicholas Hans তুলনামূলক শিক্ষাচর্চায় গণতন্ত্রের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। John Louis শিক্ষা ও গণতন্ত্রের সম্পর্কের আলোচনায় শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

১৯৫৬ সালে অধ্যাপক Cramer এবং G.S. Browne বিষয়টিকে আরও উন্নতরূপে প্রকাশ করেন "Comperative Education" গ্রন্থে। তাঁরা বলেছেন, কোনো দেশের শিক্ষাপদ্ধতি নিম্নোক্ত বিষয়গুলি দ্বারা পরিচালিত হয়—

১. জাতীয় সংহতি বোধ
২. সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি
৩. মূলগত ও বিশ্বাসভিত্তি ও ঐতিহ্য, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকার,
৪. প্রগতিশীল শিক্ষাগত চিন্তার স্তর,
৫. ভাষাসমস্যা,
৬. রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ঃ সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র,
৭. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সমঝোতা সম্পর্কে প্রবণতা।

সমস্ত শিক্ষাপদ্ধতি এইসব উপাদানগুলি দ্বারা সমানভাবে প্রভাবিত হয় না। কিছু শিক্ষাপদ্ধতিতে কতকগুলি প্রধান স্থান নেয়, অন্যত্র আবার অন্যান্য উপাদান প্রাধান্যলাভ করে। যখন বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করা হয়, আমাদের দেখা দরকার বিভিন্ন দেশে সেগুলি কতটা রাজনৈতিক প্রয়োজন ও সামাজিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারছে।